(৪৫)

তারিখ ... ৭.১১.৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ১ ...

ইত্তেফাক

পরীক্ষার যোগ্যতা ও সুযোগ

057

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তির দরখাস্ত আহ্বান করিয়াছেন। ১৫-নভেম্বর দরখাস্ত পেশ করার শেষ দিন। এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষায় গড় নম্বর যাহাদের শতকরা ৫০ কেবল তাহারাই দরখাস্ত করার যোগ্য বিবেচিত হইবে। ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী এবং তাহাদের অভিভাবকগণ শেষ পর্যন্ত বিঘোষিত নীতি বহাল রাখা হইবে কিনা এই ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত পত্রে এই সংশয় ব্যক্ত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, দরখাস্ত আহবান করার সময় কর্তৃপক্ষ যে নীতি ঘোষণা করেন শেষ পর্যন্ত তাহাদের দ্বারাই এই নীতির বরখেলাফ করা হয়।

স্মর্তব্য যে, প্রতি বছরই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তির যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত আহবান করিয়া থাকেন। গত বছরও দুইটি পরীক্ষার গড় নম্বর যাহাদের শতকরা ৫০ তাহাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিঘোষিত নীতির পরিবর্তন ঘটাইয়া গড় নম্বর যাহাদের ৫৯ কেবল তাহাদের পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

কোন একটা পরীক্ষায় ভাল না করিতে পারিলে পরবর্তী জীবনেও ভাল করিতে পারিবে না এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই। উল্টাটাই বরং লক্ষ্য করা গিয়াছে বহুক্ষেত্রে। দেখা গিয়াছে, এইচ,এস,সি পরীক্ষায় খুব ভাল করিতে পারে নাই এমন ছাত্র-ছাত্রীও বিশেষ ট্রেডের শিক্ষায় অত্যন্ত ভাল ফল করিয়াছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসেও হেন ঘটনা বিরল নয়। সাধারণ নিয়মে দরখাস্ত করার বা ভর্তির যোগ্যতা যখন কর্তৃপক্ষ গড় ৫০ নম্বর করিয়াছেন তখন নূতন করিয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়ারই কথা নয়। এই যোগ্যতাসম্পন্নদেরই ভর্তি করা উচিত। যেহেতু ততগুলি আসন নাই, সেই জন্যই হয়তো পরীক্ষা গ্রহণ। এই পরীক্ষা গ্রহণে গড় নম্বর যাহার ৫০ সে গড় নম্বর যাহার ৫৫ বা ৫৮ তাহার অপেক্ষা খারাপ ফল করিবে এমন নির্ভেজাল রায় দেওয়া শক্ত। গড় ৫০ নম্বরের ছাত্রও হয়তো বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাল ফল করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে। তাই আশা দিয়া অঙ্কুরেই আশা বিনষ্ট করার অর্থ নাই। আর নাই বলিয়াই আমরা মনে করি যেহেতু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গড় ৫০ নম্বর দরখাস্তের যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন, সেহেতু তাহাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত। ইহাই শোভন, প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছিত।